দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 JUN 1995
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

৩১

ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের ছাদের প্লাষ্টার খুলিয়া পড়িতেছে

শাহজাহান সরদার ।। সরকারী বিদ্যালয় গভর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুলের পুরাতন ভবনের ছাদের প্লাষ্টার কোন কোন স্থানে খুলিয়া পড়ায় সমূহ বিপদের আশংকায় দোতলার একটি অংশ বাঁশ দিয়া আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। গণপূর্ত কর্তৃপক্ষ বলিয়াছে, যে-কোন সময় এ ছাদ ধ্বসিয়া পড়িতে পারে। এ অংশটুকু ছাড়াও দোতলার অধিকাংশ ভিমে ফাটল ধরায় ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবকদের উৎকণ্ঠা, কোন্ সময় না জানি কি ঘটিয়া যায়। ইহাছাড়া দরোজা জানালা ঠিকঠাক পাওয়া দুষ্কর। ঝড় বৃষ্টিতে ক্লাসে পানি আসে। বৈদ্যুতিক তার ক্লাসরুমসহ বারান্দা এবং অন্যান্য স্থানে বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলিয়া আছে। স্কুলের হাজার হাজার ছাত্র মারাত্মক ঝুঁকি নিয়া এ স্কুলে লেখাপড়া করে। প্রথম শ্রেণীর ছোট-ছোট বাচ্চাসহ কোমলমতি শিশুদের স্কুলে পাঠাইয়া অভিভাবকরা থাকেন উদ্বিগ্ন।

স্কুল ভবনের লণ্ডভণ্ড অবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দুর্গন্ধময় পরিবেশ, বাথরুমের নোংরা পরিবেশ, স্বল্পতা, ওভারহেড পানির ট্যাঙ্কির অব্যবস্থা ছাড়াও ছাত্র অনুপাতে ক্লাসরুমের স্বল্পতায় স্কুলে লেখাপড়া ভীষণভাবে বিঘ্নিত হইতেছে। দুই শিফটে ১৬ শত ছাত্রের স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা থাকিলেও স্কুলের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ৩২ শত। একটি ক্লাসে ৪৫ হইতে ৫০ জন ছাত্র বসার ব্যবস্থা আছে। সেখানে এখন কোন ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা ৯২ হইতে

(২য় পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের

(শেষ পৃঃ পর)

৯৫ জন পর্যন্ত। ছাত্র শিক্ষকদের চেয়ার-টেবিল গাদা-গাদি বসাইয়াও ক্লাসে সব ছাত্রের বসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতেছে না। অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য যে, প্রায় প্রতি ক্লাসেই ১০ হইতে ১৫ জন ছাত্রকে দাঁড়াইয়া ক্লাস করিতে হয়। তাই আগে আসিয়া বসিবার জন্য প্রতিযোগিতা হয়, ঝগড়া-ঝাটির ঘটনাও ঘটে। যেসব ছাত্ররা বসিতে পারে তাহাদেরও বেঞ্চে বসিতে গিয়া আরেক বেঞ্চ টপকাইয়া যাইতে হয়। অর্থাৎ এমনভাবে স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে আগে-পিছে যাওয়ার জন্য কোন স্থান নাই। তাই ছাত্র এবং কোন কোন ক্লাসে শিক্ষকদেরও বেঞ্চ টপকাইয়া তাহাদের স্থানে গিয়া বসিতে হয়।

ছাত্রদের দুই শিফটের জন্য শিক্ষক আছে ডেপুটেশনসহ মাত্র ৫৪ জন। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এ স্কুলের জন্য শিক্ষক প্রয়োজন ৬৬ জন। এ পরিমাণ শিক্ষক থাকিলেও এ বিপুল পরিমাণ ছাত্রের জন্য যথেষ্ট নহে। প্রথম হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত দুই শিফটে ক্লাস রহিয়াছে ৪৩টি। তাহা ছাড়া আছে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, শিক্ষকদের ছুটি ইত্যাদি। ইহাতে এত অল্পসংখ্যক শিক্ষক দিয়া ক্লাস চালান কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। নির্ধারিত পরিমাণ হইতে দ্বিগুণ ছাত্র হওয়ার কারণ তদ্বির। প্রতি বছর পরীক্ষা দিয়া যে পরিমাণ ছাত্র ভর্তি হয় তাহার চাইতে কোন কোন ক্লাসে তদ্বিরে বেশী ছাত্র ভর্তি হইয়া যায়। সর্বমহল হইতেই এ স্কুলে ভর্তির তদ্বিরের কোন শেষ নাই। ফাইনাল পরীক্ষার আগেও প্রভাবশালী মহলের চাপে ভর্তি না করিয়া উপায় থাকে না। কোন ক্লাসের জন্য ৪/৫ হাজার ছাত্র পরীক্ষা দিয়া যেখানে প্রতিযোগিতা করিয়া ৪০ হইতে ৫০ জন ছাত্র ভর্তি হয় সেখানে সমপরিমাণ ছাত্র তদ্বিরে ভর্তি হইয়া যায়। ইহাতে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভাল ছাত্র এবং তদ্বিরে ভর্তি ছাত্রদের মধ্যে ফলাফলে এক অসম অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে। শিক্ষার মানও কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নমুখী হইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে লেখাপড়ার পরিবেশও বিঘ্নিত হইতেছে। অথচ এ স্কুলের সুনাম দেশ জোড়া। প্রায় প্রতি বছরই মেধা তালিকায় প্রথম স্থানসহ অন্যান্য স্থানে শীর্ষে থাকে এ স্কুল।

স্কুল ভবনের রক্ষণাবেক্ষণে অব্যবস্থা, ছাদের প্লাষ্টার খুলিয়া পড়া ইত্যাদি সম্পর্কে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ হইতে অতি সম্প্রতি মেরামতের জন্য কিছু উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে বলিয়া উক্ত বিভাগ সূত্রে জানায়। এ বিভাগই কোন কোন অংশকে বিপজ্জনক হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায় এ স্কুলের জন্য নূতন ভবন নির্মাণসহ কিছু উন্নয়ন কাজের কর্মসূচীও শীঘ্রই হাতে নেওয়া হইবে। ইতিমধ্যে উন্নয়ন প্রকল্পে স্কুলটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া জানান হয়।